PERMANENT MISSION OF BANGLADESH
TO THE UNITED NATIONS
227 East, 45th Street, 14th Floor, New York, NY 10017
Tel: (212) 867-3434 • Fax: (212) 972-4038 • E-mail: bangladesh@un.int
Web site: www.un.int/bangladesh

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অদ্য ২০-১১-২০০৭ তারিখে নিউইয়র্কস্থ ইউনাইটেড ন্যাশনস সদর দফতরে (ইকোসোক চেম্বার)-এ ইউনাইটেড ন্যাশানস জেনারেল এ্যাসেম্বলী এবং ইন্টার পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন এর যৌথ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্স সর্বপ্রথম আইপিইউ এবং ইউএনও এর যৌথ উদ্যোগে "Reinforcing the Rule of Law in International Relations: The Key Role of Parliaments" বিষয় আলোচিত হয়। কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন আইপিইউ প্রেসিডেন্ট Hon'ble P.F. Casini.

উদ্বোধনী সেশনে (১০.৩০-১১.০০)-এ আইপিইউ প্রেসিডেন্ট মিস্টার কাসিনি ইউনাইটেড ন্যাশনস জেনারেল এ্যাসেম্বলী-এর প্রেসিডেন্ট মিস্টার সারজিয়ান করিম ও ইউনাইটেড ন্যাশনস-এর সেক্রেটারী জেনারেল হিজ এক্সিলেন্সি মিস্টার বান কি মুন এর বক্তব্যের মাধ্যমে কনফারেন্স শুরু করা হয়।

প্রথম সেশন সকাল ১১টা থেকে ১টা অপরাহ্ন পর্যন্ত পরিচালিত হয়। এই সেশনে মিস্টার এল. পাসকো আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল ফর পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স ও মিস্টার নিকোলাস মিচেল আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল ফর লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় আইপিইউ প্রেসিডেন্ট মিস্টার কাসিনি মানবাধিকার, বিশ্বে সন্ত্রাস ও পরিবেশ পরিবর্তন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। UNGA সভাপতি মিস্টার সারজিয়ান করিম দারিদ্র বিমোচনের উপর বক্তব্য রাখেন। ইউনাইটেড ন্যাশনস-এর সেক্রেটারী জেনারেল হিজ এক্সিলেন্সি মিস্টার বান কি মুন মানবাধিকার, আইন, গণহত্যা ও আন্তর্জাতিক ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। এবং শান্তি ও বিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় পার্লামেন্টারিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষন করে পার্লামেন্ট-এর কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা দেন।

প্রথম অধিবেশনে মিস্টার নিকোলাস মিচেল আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল ফর লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স আইনের শাসন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে বলবৎ রাখতে হয় সেসম্পর্কে বলতে গিয়ে আন্তর্জাতিক আইন, জাতীয় আইন ও জাতিসংঘের মাধ্যমে আইন ও কনভেনশন প্রস্তুত করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্নভাবে মিমাংসার উপর জোর দেন। এবং সমঝোতা , সালিস, আন্তর্জাতিক আদালত (আই সি জে) ও আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের কথা উল্লেখ করেন।

গণহত্যা এবং বিভিন্ন অপরাধ দমন করে বিশ্বে শান্তি ও বিচার স্থাপন করার উপর জোর দেন। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারে জাতিসংঘ সনদের ৩৬(২) অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে বলেন যে, আদালত তার বাধ্যতামূলক পরিধির মধ্যে বিচার করে বিরোধ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। মিস্টার এল. পাসকো আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল ফর পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স জাতিসংঘ সনদের প্রথম অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে মানবাধিকার, শান্তি ও শৃংখার কথা উত্থাপন করেন। এই শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য দার্ফু, সোমালিয়া, কঙ্গো, ইরাক, লেবানন, প্যালেস্টাইন, সিয়েরা লিওন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের জাতিসংঘ শান্তি মিশনের প্রশংসা করে বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতার শেষে বিভিন্ন দেশের উপস্থিত প্রতিনিধিদের বক্তব্যসহ প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দলের নেতা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার তার বক্তব্যে বলেন যে, আইনের শাসন ছাড়া মানবাধিকার ও বিশ্ব সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব নয়। পরিবেশ পরিবর্তন ও দারিদ্র বিমোচনের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, বিশ্বের সব পার্লামেন্ট এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এবং বিশ্বে শান্তি শৃংখলা স্থাপনে তিনি আন্তর্জাতিক আইন, দেশীয় আইন এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, আন্তর্জাতিক বিরোধ জাতিসংঘ সনদের বিধি মোতাবেক বিতর্ক, আলোচনা, শালিস ও আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য আহবান জানান। গণহত্যা, সবল দেশ দুর্বল দেশের উপর আক্রমন করে যে ক্ষতি করছে তা যথাযথ আইনের মাধ্যমে শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করণের গুরুত্বারোপ করেন। আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আহবান জানান। জাতিসংঘ সনদের ১নং অনুচ্ছেদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি জাতিসংঘের সংগে একসাথে আইপিইউ কাজ করে যাতে মানবাধিকার ও বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করা যায় তার উপর জোর দেন।

জাতিসংঘ প্রায় এক লক্ষ সৈন্যের দ্বারা দার্ফু, সোমালিয়া, কঙ্গো, ইরাক, লেবানন, প্যালেস্টাইন, সিয়েরা লিওন ও অন্যান্য দেশের শান্তি রক্ষা মিশনে প্রেরিত সেনাসদস্যদের দ্বারা শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টার কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্বের উল্লেখিত স্থানসহ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের প্রেরিত শান্তিরক্ষা বাহিনীর স্থান দ্বিতীয়। বহুদিন ধরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘকে সহায়তা দিয়ে আসছে। শান্তিরক্ষার এ মহৎ অভিযানে অনেক শান্তিরক্ষি সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, বিশ্বে কতদিন এভাবে শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হবে? এর শেষ কোথায়? তিনি জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন পার্লামেন্টের উদ্দেশ্যে বলেন

যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাতে বিশ্বে শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত না হয় তার জন্য সচেষ্ট থাকা একান্ত প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে অস্ত্র বিস্তার রোধ সম্পর্কিত বিষয়ে বলতে গিয়ে আইনের শাসন যথাযথভাবে অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে অস্ত্র বিস্তার রোধ করা সম্ভব নয় বলে জানান যে, বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ তাই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। BIMSTEC ও SAARC –এর ফৌজদারী বিষয় সমূহের মিউচুয়াল লিগ্যাল

এ্যাসিট্যান্স এর উপরে চুক্তিপত্র অনুমোদন ও স্বাক্ষরের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তা শেষ করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশে আইনের শাসন এবং বিশ্বে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘের মাধ্যমে যে কোনো কনভেনশন বা চুক্তিতে সমর্থন করতে আগ্রহী। সন্ত্রাসবাদ একটি জঘন্য অভিশাপ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে মানুষের সভ্যতা ধ্বংস যাতে না হয় তার জন্য বিশ্বের সকল দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্মত্ত সন্ত্রাস যেভাবে হোক না কেন বন্ধ করতে হবে। এই সন্ত্রাস কোনো গোষ্ঠিগত (Ethnical), জাতিগত, বর্ণ ও যেকোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করলেও তা আইনের শাসনের পরিপন্থি এবং এ সমস্যা কোনো একক জাতির বা দেশের জন্য নয়- এটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। যৌথভাবে বিশ্বের সর্ব ক্ষেত্রে আইনের শাসন চলমান রাখতে হবে। আইনের শাসন ছাড়া সুবিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কাজেই এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে বিশ্বের সকল পার্লামেন্ট ও জাতিসংঘকে ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ একটি সহিষ্ণু ও শান্তিপ্রিয় দেশ। আমরা মানবাধিকারে বিশ্বাসি। যদিও কিছু বিপদগামী গোষ্ঠি সন্ত্রাস করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং যথাযথ আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে বেশ কিছু সন্ত্রাসীকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অন্যান্যদের শাস্তি দেয়ার বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে যাতে সন্ত্রাসের বিস্তৃতি না ঘটে সেজন্য সচেষ্ট রয়েছে।

PERMANENT MISSION OF BANGLADESH
TO THE UNITED NATIONS
227 East, 45th Street, 14th Floor, New York, NY 10017
Tel: (212) 867-3434 • Fax: (212) 972-4038 • E-mail: bangladesh@un.int
Web site: www.un.int/bangladesh

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অদ্য ২১ নভেম্বর বুধবার ২০০৭ সকাল ৯.৩০-১২.৩০মিনিট এবং অপরাহ্ন ২.০০-৪.০০টা পর্যন্ত আইপিইউ এর "2007 Parliamentary Hearing at the United Nations" অনুষ্ঠিত হয়। আজকের আলোচনার বিষয় ছিল "The legacy of the international tribunals and the future course of the international criminal justice regime" এবং "Towards a comprehensive International Convention on Terrorism: some critical questions" বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার তার বক্তৃতার প্রারম্ভে প্রথম দিনের ন্যায় গত ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় "সিডর" এর আক্রমনে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী সকল জেলা সহ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুসহ দেশব্যাপী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির তথ্য গতদিনের ন্যায় পুণরায় সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টারিয়ানবৃন্দ বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে সমবেদনা প্রকাশ করেন।

ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার দিনের আলোচ্য বিষয়ের আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন যে, Rome Statute 1998 International Criminal Court প্রতিষ্ঠার আইন তৈরি করে International Criminal Court গঠন করে। Rome Statute 1998 গত ৬০ বছরের আইন ও ১৯৪৫ সালে স্থাপিত ন্যুরেমবুর্গ ট্রায়াল ও টোকিও ট্রায়াল এ আইনের সাহায্য নিয়ে International Criminal Court স্থাপন করেন। তার বক্তৃতায় ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার বলেন, ন্যুরেমবুর্গ ট্রাইব্যুনালে বিচার পদ্ধতিতে বেশ ভুল ছিল। যেমন-হিয়ারসে এভিডেন্স বা শোনা কথার সাক্ষ্য হিসাবে গৃহিত হয়েছিল। টোকিও ট্রায়াল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, টোকিও ট্রায়ালের অন্যতম জজ ডক্টর রাধা বিনোদ পাল তার রায়ে বলেন যে, যেহেতু ইতোপূর্বে যুদ্ধকে অপরাধ হিসাবে আন্তর্জাতিক আইনে বিবেচনা করা হয় নাই সেকারণে যুদ্ধ অপরাধীকে আন্তর্জাতিক আইনে বিচার করা সিদ্ধ হবে না। ডক্টর পাল তার চার

5/7

শতাধিক পৃষ্ঠার রায়ে উপরোক্ত যুদ্ধ অপরাধ সম্পর্কে বলেন, আন্তর্জাতিক আইনে যেহেতু যুদ্ধ অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় নাই কাজেই তার বিচার অবৈধ। পরবর্তীতে Kellog Brind Pact এ যুদ্ধকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্যারিষ্টার সরকার বলেন, International Criminal Court বিচার পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, হিয়ারসে এভিডেন্স সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা সঠিক হবে না। আইনে প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুযায়ী প্রসিকিউশনকে Beyond Reasonable Doubt Case প্রমাণ করতে হবে, প্রসিকিউশন অব ইনোসেন্সস স্মরণ রাখতে হবে। সাক্ষ্য প্রমাণে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কিছু বিষয়ে জুডিশিয়াল নোটিশ নেয়া যেতে পারে। Ancient Document প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। রায় দেয়ার আগে সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আসামীকে তার বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হলে পর নতুন সাক্ষ্য নিয়ে মামলা পুণরায় চালু করা যাবে না। Sexual Crimes এর ব্যাপারে Corroborative Evidence শাস্তি দেয়া যাবে না। মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে না। এবং যাবজ্জীবন দন্ডের ব্যাপারে Extenuating Circumstances বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড শাস্তি দিতে হবে। আসামীকে Self-Defense Right দিতে হবে। Rome Statue 1998 প্রণীত হবার আগের কোনো অপরাধের জন্য বিচার করা যাবে না। বা যখন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তখন তা যদি আইনে অপরাধ বলে পরিগণিত না হয় তাহলে তা অপরাধ বলে পরিগণিত হবে না। আসামীকে শুনানীর জন্য তার আইনজ্ঞ নিযুক্তির অধিকার দিতে হবে। কোনো আসামীকে তার দেশের অনুমতি ব্যতিরেকে তার দেশ থেকে ধরে আনা যাবে না। বা এমন কোনো কাজ করা যাবেনা যা তার দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করে। প্রসিকিউশন শুধু শাস্তি দেয়ার জন্য প্রসিকিউট করবেনা তাকে আসামীর কেস এ মেরিট থাকলে তা বিবেচনা করে আসামীর পক্ষেও কাজ করতে পারবে। আসামীর দেশের সরকার যদি তার নিজের দেশে বিচার করতে চায় তাহলে তার নিজের দেশেই তার বিচার হবে। এবং International Criminal Court-এ

6/7

তার বিচার করা যাবেনা। তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক অপরাধের ব্যাপারে প্রয়োজনে National Reconciliation Peace Process মোতাবেক মামলা নিষ্পত্তি করার ঐক্যমত হলে তা দেশীয় আইনের Compoundable Offence হিসেবে পরিগণিত হবে।

আলোচক Mrs. Fatou Bensouda, Deputy Prosecutor, International Criminal Court ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকারের বক্তব্য শোনার পর তার বক্তব্যের সঙ্গে অনেক বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। আলোচনা শেষে International Criminal Court যাতে Permanent Court হিসেবে কাজ করতে পারে তার জন্য সকল পার্লামেন্টের প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে আবেদন রাখেন।

অপরাহ্ন অধিবেশনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় ও সহনশীল দেশ। বাংলাদেশ আইনের শাসনে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছে এবং আইনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের শাস্তি দিয়েছে ও দিচ্ছে। বাংলাদেশ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। BIMSTEC ও SAARC সম্মিলিতভাবে যে আইনের ড্রাফট করেছে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে বাংলাদেশে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা হল ঃ-

ক) সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আইন প্রণয়ন করেছে ;

খ) মেশিন রিড্যাবল পার্সপোর্ট এবং আইডেনটিটি কার্ড করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

গ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যক্রম জোরদার করেছে। এব্যাপারে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক গোয়েন্দা কার্যক্রম চালু করেছে ;

ঘ) বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সহায়তা নিয়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদি ছাড়াও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। গত ২০ এবং ২১ নভেম্বর তারিখে ২ দিনব্যাপী জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত 2007 Parliamentary Hearing at the United Nations এ প্রদত্ত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার এর বক্তব্য ও গঠনমূলক আলোচনা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সকল প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।